যুগান্তর

তারিখ ..29 NOV 2015...
পৃষ্ঠা ...১৭... কলাম ...২...

সিদ্ধিরগঞ্জের রেবতী মোহন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ফি আদায়ের অভিযোগ

হোসেন চিশতী সিপলু, *সিদ্ধিরগঞ্জ থেকে*

সিদ্ধিরগঞ্জের রেবতী মোহন স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিরুদ্ধে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফরম পূরণ বাবদ অতিরিক্ত ১০ লাখ টাকা ফি আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। এ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিজের খেয়ালখুশিমতো বিভিন্ন খাত দেখিয়ে অতিরিক্ত টাকা আদায় করেছেন বলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা দাবি করেছেন। পরীক্ষার্থী কর্তৃক বোর্ড নির্ধারিত ফি'র চেয়ে কয়েক গুণ বেশি ফি আদায়ের মাধ্যমে এ বিপুল পরিমাণ টাকা হাতিয়ে নেয়া হয়েছে। ওই প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ৩ হাজার টাকার বেশি করে আদায়ের মাধ্যমে ৩২৪ জন শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ১০ লাখ টাকার অতিরিক্ত আদায় করেছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ২০১৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মানবিক ও বাণিজ্য শাখায় ১ হাজার ৩৫৫ এবং বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীদের ১ হাজার ৪৪৫ টাকা নির্ধারণ করে দেয় ঢাকা বোর্ড। কিন্তু সিদ্ধিরগঞ্জ রেবতী মোহন পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ বোর্ডের নির্ধারিত ফি'র টাকা না নিয়ে ইচ্ছেমতো টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করে। স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ৪ হাজার ৬৪০ টাকার করে আদায় করে বলে জানিয়েছেন অভিভাবক ও পরীক্ষার্থীরা। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা জানায়, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৪ হাজার ৬২০ টাকা নিলেও রশিদ দিচ্ছে মাত্র ২ হাজার ১৩৫ টাকার। বোর্ড নির্ধারিত ফি, অতিরিক্ত ব্যাংক ড্রাফট বাবদ ৮৫ টাকা, উন্নয়ন ফি ৫০০ টাকা, দুই মাসের বেতন বাবদ ৮০০ টাকা, কোচিং ফি ১ হাজার ৬০০ টাকা ও মডেল টেস্ট ফি ৩০০ টাকা করে অতিরিক্ত নিয়ে ৩২৪ জনের কাছ থেকে ১০ লাখ টাকা অতিরিক্ত আদায় করেছে। কর্তৃপক্ষ এসব টাকার কোনো রশিদ দিচ্ছে না। অভিভাবকরা আরও জানান, কেউ কোচিং না করার সিদ্ধান্ত নিলেও তাকেও কোচিং ফি দিতে হবে। তাছাড়া অতিরিক্ত টাকার কোনো কম দেয়া যাবে না বলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়। এতে গরিব পরিবারের শিক্ষার্থীরা টাকা জোগাড় করতে হিমশিম খাচ্ছে। এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নূরুল ইসলাম অতিরিক্ত টাকা নেয়ার কথা স্বীকার করে জানান, ভালো লেখাপড়া করতে হলে অবশ্যই কোচিং করতে হবে। আমি চাই আমার স্কুলের শিক্ষার্থীরা পার্শ্ববর্তী অন্যান্য স্কুলের তুলনায় ভালো ফলাফল করুক।